যুগান্তর

তারিখ 29 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

৮ জানুয়ারি আসছে নতুন কর্মসূচি

দেশের ২৮ হাজার লাইব্রেরি অচল ছিল দু'দিন

যুগান্তর রিপোর্ট

১০ দিনের আলটিমেটাম দিয়ে বুধবার শেষ হয়েছে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের 'বন্ধ' কর্মসূচি। ৮ জানুয়ারি নতুন কর্মসূচি আসছে। মঙ্গলবার সকালে দু'দিনের কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। ৪৮ ঘণ্টার এই কর্মসূচিকালে সারা দেশের ২৮ হাজার লাইব্রেরি বন্ধ ছিল। একই অবস্থা বিরাজ করেছিল রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের সামনের লাইব্রেরিসহ অলিগলির দোকানে। ঢাকার বাইরেও বইয়ের দোকান বন্ধ থাকার খবর পাওয়া গেছে। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের কয়েকটি ধারা-উপধারা সংশোধনের দাবিতে আহূত এই কর্মসূচির ফলে ঢাকার বইপাড়াখ্যাত বাংলাবাজার ও নীলক্ষেত সম্পূর্ণ নির্জীব হয়ে পড়েছিল। কোনো দোকানপাট খোলা হয়নি। ফলে অনেকে জরুরি কেনাকাটা করতে পারেননি।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল। বুধবার রাতে সমিতির স্বার্থ সংরক্ষণ জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব শ্যামল পাল যুগান্তরকে জানান, আমাদের এই কর্মসূচি টানা চলত। প্রধানমন্ত্রী ৩১ ডিসেম্বর বিনামূল্যের বই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন। ১ জানুয়ারি

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৮

দেশের ২৮ হাজার লাইব্রেরি অচল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সারা দেশে শিশুদের হাতে বিনামূল্যে বই তুলে দেয়া হবে। এসব কারণ সামনে রেখে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কোনো কর্মসূচি রাখছি না। তবে এরমধ্যে দাবি আদায়ে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ না দেখলে ৮ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলন শেষে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এছাড়া এ বিষয়ে আলাপের জন্য আমরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও বসব।

সমিতির সহ-সভাপতি শরীফ উল আলম বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে সরকার 'সহায়ক' পাঠ্যবই বেসরকারিভাবে প্রকাশের বিধান রেখেছিল। এই তথ্য পেয়ে কিছু শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী চাপ সৃষ্টি করে আইনে এসব বই প্রকাশের পথ রুদ্ধ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তারা সরকারকে ভুল বোঝানোরও চেষ্টা করছেন। এর প্রতিবাদে আমরা এই কর্মসূচি নিয়েছি। পাশাপাশি সরকারকে ভুল বোঝানোর ভুল পথ পরিহার না করলে শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীদের সৃজনশীল গ্রন্থ কোনো প্রকাশক ও বিক্রেতা বই আকারে প্রকাশ ও বিক্রি করবেন না বলেও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।